দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 10 NOV 1998 ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বর আবার রক্তে রঞ্জিত : গোটা প্রশাসনের দুর্নীতি স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণের জের

ক্যাম্পাস সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত

ছাত্র-শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জিম্মি

শামীনুর রহমান : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্যামল সবুজ চত্বর আবারো রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। বিকশিত হবার পূর্বেই ঝরে পড়েছে, আরো ২টি তাজা প্রাণ। এ নিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শান্তিডাঙ্গার মূল ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের পর হতে বিগত ৬ বছরে ১৮টি ছাত্র সংঘর্ষে ৪ জন ছাত্র ও ১ জন অভিভাবক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছে ৫ শতাধিক ছাত্র, গুলী বিনিময় হয়েছে সহস্রাধিক রাউন্ড। অন্ধত্ব ও পঙ্গুত্বের অভিশাপ নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে ১৫/১৬ জন ছাত্র। এ যাবতকালের ছাত্র সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ কোটি টাকার বেশী সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। বিগত ৬ বছরে বিভিন্ন সহিংস ঘটনায় দেড় বছরই বিশ্ববিদ্যালয়টি অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধ থাকে। এই দীর্ঘ অনির্ধারিত বন্ধের ফলে ৩ বছর সেশনজটের অক্টোপাসে ৬ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন এখন মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত। দেশের এককালের সন্ত্রাস ও সেশনজট মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। ছাত্র-শিক্ষকদের প্রাণনাশের হুমকি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাক্স ছিনতাই, মারামারি, হানাহানি, উন্নয়নমূলক কাজে বাধাদান, বহিরাগত সন্ত্রাসীদের প্রকাশ্য দিবালোকে ক্যাম্পাসে ভারী অস্ত্রের মহড়া এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। গুটিকয়েক সন্ত্রাসীর হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ গোটা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার। বিগত কয়েক বছর যাবত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম, দলীয়করণ, নিরপেক্ষহীনতা, যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতা- সর্বোপরি অদূরদর্শিতার কারণে জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সন্ত্রাস নামক এই ভয়াবহ সামাজিক এইডস ব্যাধি। যার ফলে প্রতিষ্ঠানটি তার অতীত ঐতিহ্য ও সুনাম হারাতে বসেছে। নানাবিধ কারণে দেশের মেধাবী ছাত্ররা এই বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। বিভিন্ন মহলের ষড়যন্ত্রের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়টি তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারছে না। দীর্ঘ ১৩ বছর অতিবাহিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়টি আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হতে পারেনি বরং অব্যাহতভাবে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশই বজায় রাখতে পারছে না। সন্ত্রাস আর সেশনজটের কালো থাবায় ক্ষত-বিক্ষত এখন এই প্রতিষ্ঠানটি। এ অবস্থা হতে পরিত্রাণের ব্যাপারে প্রশাসনের কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, শুধুমাত্র জীবন-জীবিকা নির্বাহ করার জন্যই চাকরি করছেন বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ। অথচ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি এদেশে সাড়ে ১২ কোটি মানুষের প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশী। প্রতিষ্ঠানটি অনেকাংশে সে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। ১৯৯২ সালের ১ নভেম্বর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শান্তিডাঙ্গার মূল ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের উদ্বোধনী দিনেই সহিংস ঘটনা ঘটে। মূল ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর মাত্র ২৪ দিন পর ২৫ নভেম্বর ইসলামী ছাত্র শিবির ও ছাত্র ঐক্যের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষে ১ জন শিবির কর্মী নিহত এবং উভয়পক্ষের ৫০/৬০ জন কর্মী আহত হয়। ২৫ নভেম্বর দিবাগত রাতে হরিনারায়ণপুরের পাঞ্জেরী ছাত্রাবাসে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে নির্মমভাবে কুপিয়ে ইসলামের ইতিহাস বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্র সাইফুল ইসলাম মামুনকে নিহত করে। এই ছাত্র সংঘর্ষে কয়েকজন ছাত্র পঙ্গু হয়ে যায়। মূল ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হতে না হতেই বিশ্ববিদ্যালয়টি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর সিলেবাস বিরোধী আন্দোলনের সময় ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে সাংবাদিকসহ ৭০/৭৫ জন ছাত্র আহত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি এ সময় ২ মাস অনির্ধারিতভাবে বন্ধ থাকে। ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের দিন বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ৫০ লক্ষাধিক টাকার সম্পদ বিনষ্ট করে। একই বছরের ৫ জুলাই জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষে শিক্ষকসহ ২৫/৩০ জন ছাত্র আহত হয়। ছাত্র লীগের কয়েকজন নেতা-কর্মীর হাতে তৎকালীন ভিসি প্রফেসর এমএ হামিদ লাঞ্ছিত হন। এরপর ১৯৯৫ সালের ২৮ এপ্রিল ভর্তি পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ছাত্র শিবির ও জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষে ভর্তিচ্ছু ছাত্রের অভিভাবক আলী আজম (৩৫) নিহত হন এবং ৩৫/৪০ জন ছাত্র মারাত্মক আহত হয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় '৯৬ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। এদিন ছাত্র লীগ ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের মধ্যে দীর্ঘ ৪ ঘন্টাব্যাপী বন্দুক যুদ্ধে আল কোরআন বিভাগের মেধাবী ছাত্র ও শিবির নেতা মোঃ আমিনুর রহমান নিহত হয়। উক্ত সংঘর্ষে শত শত রাউন্ড গুলীবর্ষণে ১৩০ জন শিবির কর্মী এবং ৩০ জন ছাত্র লীগ কর্মী গুলীবৃদ্ধ হয়। এরপর ১৯৯৭ সালের ৮ জানুয়ারী ছাত্র লীগ ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে সংঘটিত বন্দুকযুদ্ধে উভয় দলের ১৫/২০ জন কর্মী আহত হয়। সর্বশেষ গত ৩২ অক্টোবর ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবির ও পুলিশের মধ্যে সংঘটিত ত্রিপক্ষীয় বন্দুকযুদ্ধে শিবির কর্মী মোঃ মুহসীন কবীর এবং আবদুল্লাহ আল মামুন নিহত হয়। এ সংঘর্ষে পুলিশসহ অর্ধ-শতাধিক ছাত্র আহত হয়। দীর্ঘ ৩ ঘন্টাব্যাপী উক্ত সংঘর্ষে শত শত রাউন্ড গুলী বিনিময় ঘটে। অব্যাহত সন্ত্রাসের কারণে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারটি চরম আতংকের মধ্যে দিন কাটায়। এখানে ছাত্র-শিক্ষক কারো জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। অভিভাবকগণও চরম উদ্বিগ্নের মধ্যে রয়েছে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতির কারণে। এক বুক আশা নিয়ে তাদের সন্তানদের এ প্রতিষ্ঠানটিতে প্রেরণ করেছেন উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য। অথচ একের পর এক লাশ হয়ে বাড়ী ফিরছে তাদের প্রাণপ্রিয় সন্তান। কিন্তু এই লাশের রাজনীতি আর কতদিন? হত্যা আর সন্ত্রাসের রাজনীতি কি কখনই বন্ধ হবে না? আর কতটা লাশ ফেললে শান্ত হবে সন্ত্রাসীরা? আর কতটা প্রাণের বিনিময়ে শান্তিডাঙ্গার এই ক্যাম্পাসে শান্তি ফিরে আসবে? এসব প্রশ্ন আজ সবার। ক্যাম্পাসে সংঘটিত বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনার বিচার না হওয়ায় সন্ত্রাসীরা নতুন উৎসাহে আবার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু করে। সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গঠন করে তদন্ত কমিটি। বিগত ৬ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত হয়েছে প্রায় ২৩টি তদন্ত কমিটি। অধিকাংশ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট সূর্যের আলো দেখেনি। কিংবা রিপোর্ট প্রকাশিত হলেও শাস্তি প্রদান করা হয়নি। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ না করা কিংবা সন্ত্রাসীদের শাস্তি প্রদান হতে বিরত থাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অন্যতম কৌশল। আর এই কৌশলের মাধ্যমেই প্রশাসন প্রকারান্তরে দীর্ঘদিন যাবত সন্ত্রাসীদের উৎসাহ প্রদান করছে। দু'একটি ক্ষেত্রে সন্ত্রাসীদের শাস্তি হলেও তাদের গড ফাদাররা থেকে যাচ্ছে পর্দার অন্তরালে। সমাজের সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত এসব ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের শিকড় অনেক গভীরে। তাই সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন শুধু স্বপ্নই রয়ে গেছে। অতীতের মত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বর্তমান কার্যক্রমও অনেকক্ষেত্রে প্রশ্নের সম্মুখীন। সময়ের পরিবর্তনে ভাইস চ্যান্সেলরদের পরিবর্তন হলেও প্রশাসনিক কার্যক্রমের কোন পরিবর্তন হয়নি। দীর্ঘ ১৩ বছরেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়নি। যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট থেকে মানুষের প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির মাঝে থেকে গেছে ব্যাপক ব্যবধান। ছাত্র সংগঠনগুলোর রাজনৈতিক আচরণও অগণতান্ত্রিক। বিবদমান ছাত্র সংগঠন দু'টির মধ্যে উদারতা, সহনশীলতা আর সহমর্মিতার অভাব তথা ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারের হীন প্রচেষ্টা ফলে বার বার ক্যাম্পাস অশান্ত হয়ে উঠছে। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষায় প্রশাসনের সঠিক ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমে শান্তিডাঙ্গার ক্যাম্পাসে শান্তি ফিরে আসবে এটিই সবার প্রত্যাশা।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিহত মোহাম্মদ মুহসীন কবীরের ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের আহাজারি (বামে)। ইঃবিঃ-তে সংঘটিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত মোঃ মুহসিন কবীরের লাশ (ডানে ও উপরে) ইঃবিঃ-তে ছাত্র লীগ, ছাত্র শিবির ও পুলিশের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় যুদ্ধে নিহত আবদুল্লাহ আল মামুনের নিথর লাশের দৃশ্য- ইনকিলাব